

১৮-তম তারাবীহ

১৮-তম তারাবীহর পাঠিতব্য অংশ কুরআনের ২১ নম্বর পারা। এ অংশে রয়েছে সূরা আনকাবুতের শেষাংশ, সূরা রুম, সূরা লোকমান, সূরা সাজদাহ ও সূরা আহযাবের প্রথমার্ধ।

ঘটনাবলি

হিব্ব শব্দের বহুবচন আহযাব। এর অর্থ দল বা গোত্রসমূহ। পঞ্চম হিজরীতে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাযীরের চক্রান্তে কুরাইশ পৌত্তলিকদের সকল গোত্র সংঘবদ্ধ হয়। তারা প্রায় পনের হাজার সৈন্য জড়ো করে মদীনায় সর্বগ্রাসী আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা আঁটে। আক্রমণ প্রতিরোধে বসে থাকে না মুসলমানরাও। সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে মদীনার উত্তর সীমানায় মাত্র ছয় দিনে সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ ও পনের ফুট গভীর খন্দক (খাল) খনন করা হয়।

শত্রুবাহিনীর অদম্য স্পৃহা পরিখার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। তারা পরিখার অপর প্রান্তে শিবির স্থাপন করে। দীর্ঘ এক মাস মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থান করে তারা। এর আগে মুসলমানরা যতগুলো যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে, এই যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কষ্টের। খাবারের অভাবে এই যুদ্ধে সূর্য রাসূলকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও নির্ধুম প্রহরায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে মুসলিমরা। এরমধ্যে আরেক ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজা চুক্তিভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীর সাথে যোগ দিলে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য আসে। ফেরেশতাদের অদৃশ্য বাহিনীর সাথে প্রেরিত হয় প্রচণ্ড মরুঝড়। ঝড়ে লগ্ভভগ্ন হয়ে যায় শত্রুবাহিনীর শিবির। ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩৩/৯-২৭

রোমানরা ছিল খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী আহলে কিতাব। আর পারসিকরা (ইরানি) ছিল অগ্নিপূজক মুশরিক। সে সময় এই দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ চলছিল। মক্কার মুশরিকরা ইরানিদের সমর্থন করত। আর মুসলিমরা (আসমানি কিতাবধারী হওয়ায়) সমর্থন করত রোমানদের। যুদ্ধে ইরানি অগ্নিপূজকরা ধারাবাহিকভাবে রোমানদের পরাজিত করে আসছিল। পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের বাহিনী রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বাহিনীকে পরাজিত করলে মক্কার মুশরিকরা উল্লসিত হয়, চলতে ফিরতে মুসলিমদের খোঁচা দিতে থাকে। তখন মহান আল্লাহ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—

কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবে। সেদিন মুসলিমরা আনন্দিত হবে ...
তাই। ৩০/২-৫

কুরআনের দুর্বীর আকর্ষণ থেকে মানুষকে বিপথগামী করতে বিশেষভাবে
কীড়া-কৌতুক ও গানের আসর বসানোর উদ্যোগ নেয় মক্কার মুশরিকরা। ৩১/৬

ঈমান-আকীদা

সমগ্র কুরআন জুড়ে পুনরুত্থান ও পরকালে অবিশ্বাসীদের নানা যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।
সূরা বুমের একাধিক জায়গায়, পুনরুত্থান যে অসম্ভব বিষয় নয়, তা তুলে ধরা হয়েছে।
মহান আল্লাহ প্রাণহীন থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে প্রাণহীন (যেমন ডিম থেকে মুরগি
এবং মুরগি থেকে ডিম) বস্তু সৃষ্টি করেন। সুতরাং মৃতকে পুনরায় জীবিত করা
জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। যে স্রষ্টা সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তার পক্ষে পুনরায়
করা আরো সহজ। সুতরাং মানুষ এটাকে কীভাবে অস্বীকার করে? ৩০/১৯, ২৭

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মি ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন
তিনি কোনোদিন কোনো বই পড়েননি। লেখেনওনি কিছু। সূরা আনকাবুতে এর কথা
উন্মোচন করা হয়েছে। যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন, তবে রিসালাত অস্বীকারকারীদের
সন্দেহ করার সুযোগ থাকত যে, তিনি কুরআন নিজ থেকে রচনা করেছেন। যেহেতু
সেই সুযোগ নেই, সুতরাং কুরআনুল কারীমের মতো নির্ভুল অনন্য মহাগ্রন্থ, যা
গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেনি, তা মুহাম্মাদ (সা.)-এর রাসূল হওয়ার সুপ্তি প্রমাণ।
২৯/৪৭-৫১

পৃথিবী ভ্রমণ করলে এখনো আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়া জনপদগুলো প্রত্যক্ষ
যাবে। যা কুরআনের বর্ণনা ও আল্লাহর সতর্কবার্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়
ভূমিকা রাখবে। ৩০/৯

আদেশ

- সালাত আদায় করা। ২৯/৪৫; ৩০/৩১
- আল্লাহর ইবাদত করা। ২৯/৫৬
- একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের অভিযুক্তী রাখা। ৩০/৩০
- আল্লাহকে ভয় করা। ৩০/৩১
- নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় করা। ৩০/৩৮
- ধৈর্য ধারণ করা। ৩০/৬০
- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভয় করা। ৩১/৩৭

- কাফির-মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ৩২/৩০
- ওহীর অনুসরণ করা। ৩৩/২
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩৩/৩

নিষেধ

- উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক না করা। ২৯/৪৬
- মুশরিকদের দলভুক্ত না হওয়া। ৩০/৩১
- আল্লাহর সাথে শিরক না করা। ৩১/১৩
- পিতামাতা শিরকে বাধ্য করলে তা না মানা। ৩১/১৫
- আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা। ৩২/২৩
- কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ না করা। ৩৩/১

বিধি-বিধান

বাদ্যযন্ত্র-যুক্ত গান শ্রবণ ও পরিবেশন হারাম। প্রসিদ্ধ আলেম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, সূরা লোকমানে 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে গান-বাজনা বোঝানো হয়েছে। ৩১/৬

পালকপুত্র ও পালককন্যাকে আদরযত্ন করতে দোষ নেই। তবে পরিচয় উল্লেখের সময় তাদেরকে জন্মদাতা পিতার পরিচয়েই পরিচিত করতে হবে। ৩৩/৫

পাঁচ ওয়াস্ত সালাতের বিধানের কথা বলা হয়েছে সূরা রুমে। ৩০/১৭, ১৮

দৃষ্টান্ত

দাস, অধীনস্থের সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মালিকের সমান হয় না এবং সেটাকে কেউ মেনেও নেয় না; তাহলে মুশরিকরা কীভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টিকেই তার শরীক সাব্যস্ত করে! ৩০/২৮

ফজীলত ও মর্যাদা

পৃথিবীর সব গাছ যদি কলম হয় আর সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয়; এমনকি সমুদ্রের পানির সাতগুণ পানিও যদি কালি হয়, তবু মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, বিস্ময়কর সৃষ্টিমালা ও মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। ৩১/২৭

সালাত মানুষকে অলীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যথাযথভাবে

সালাত আদায় আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায়। ২৯/৪৫

সুদ সম্পদ হ্রাস করে, আর যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে। ৩০/৩৯

সুসংবাদ ও সতর্কতা

কুরআন-বিমুখ মানুষদেরকে ‘লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ’ দিতে বনেছেন আল্লাহ। ৩১/৭

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর ভয় ও অনুগ্রহের আশায় আরামের বিছানা ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় দান ও তাদের জন্য যেসব নিয়ামত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারে না। ৩৩/১৫-১৭

আখিরাত ভুলে থাকা অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছনা ও করুণ শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে তারা পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে চাইবে। কিন্তু তা সুদূরপরাহত বিষয়। ৩৩/১২-১৪

আল্লাহর কুদরতের বিশেষ কিছু নিদর্শন

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পুনরুত্থানের বিশ্বাসজাগানিয়া কিছু কুদরতের নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে সূরা রুমে। এসব নিদর্শনে জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট বিবৃতি ও শিক্ষা রয়েছে। ৩০/১৯-২৭

লোকমান হাকীমের দশ উপদেশ

সন্তানের পার্থিব উন্নতির চিন্তাই আমরা বেশি করি। লোকমান হাকীম তার ছেলেকে কিছু অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সে উপদেশমালাকে কুরআনের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন—

১. আল্লাহর সাথে শিরক না করা।
২. কোনো বস্তু যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং তা থাকে কোনো পাথরে কিংবা আসমানে বা জমিনে, আল্লাহ তা হাজির করে ছাড়বেন (সুতরাং পুনরুত্থান ও আল্লাহর বিনিময় দান সম্পর্কে যেন সন্দেহ না থাকে)।
৩. সালাত আদায় করা।
৪. সৎকাজের আদেশ করা।
৫. অসৎ কাজে নিষেধ করা।
৬. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।

৭. অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা না করা।
৮. পৃথিবীতে দস্তভরে পদচারণা না করা।
৯. পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।
১০. কণ্ঠস্বর নিচু রাখা। ৩১/১৩-১৯

মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর

‘আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বলতা (বীর্য) থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান’। ৩০/৫৪

ওহী ও সুন্নাহর অনুসরণেই কল্যাণ

ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। ৩৩/২১

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণ করতে নির্দেশ করেছেন আল্লাহ। ৩৩/২

পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে

১. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল।
২. বৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্য।
৩. গর্ভস্থ সন্তানের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য।
৪. মানুষের আগামীকালের কাজ।
৫. মৃত্যুর স্থান ও সময়। ৩১/৩৪

এর মধ্যে কিছু বিষয় মানুষ ধারণা করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। আবার অনেক তথ্য এমন আছে, যা সবিস্তারে মানুষ জানে না।

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

১. আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। ৩০/৪৫
২. আল্লাহ দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৩১/১৮

আজকের শিক্ষা

এমন বহু জীব-জন্তু আছে যারা নিজেদের সাথে রিযিক বয়ে বেড়ায় না। অথচ আল্লাহ

তাদেরকে এবং মানুষদেরকে রিয়িক দান করে থাকেন। সুতরাং রিয়িক নিয়ে বিচলিত হওয়া অনুচিত। ২৯/৬০

সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টকে মহান আল্লাহ 'কষ্টের ওপর কষ্ট' বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং মায়ের প্রতি সর্বোচ্চ সদাচরণ করা উচিত। ৩১/১৪

পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মৃত্যুর সুাদ আস্বাদন করতে হবে। এরপর আল্লাহর কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে। ২৯/৫৭

জলে-স্থলে যত নৈরাজ্য, বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় ঘটে, সব মানুষের হাতের কামাট মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের কৃতকর্মের সামান্য ফল ভোগ করান, যেন তার সংশোধন হয় এবং ভুল পথ থেকে ফিরে আসে। সুতরাং যে কোনো বিপর্যয়ের পর আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। তাছাড়া বিপদ-আপদ অনেক সময় আমাদের সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। ৩০/৪১

আখিরাতে মানুষকে বড় শাস্তি দেওয়ার আগে মহান আল্লাহ দুনিয়াতে লঘু শাস্তি ও বিপদাপদ দেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যেন ভুল অবস্থান ও গুনাহ থেকে ফিরে আসে।